



39752 - যার ধারণা ছিল নফল রোযার মত কাযা রোযাও শুরু করে ভেঙে ফেলো যায়

প্রশ্ন

আমি আমার স্ত্রীর সাথে দিনের বেলায় তার রমযানরে ভেঙুকৃত কাযা রোযা রাখা অবস্থায় সহবাস করছি। কারণ আমার ধারণা ছিল কাযা রোযার বধিানও নফল রোযার বধিানরে মত। পরবর্তীতে আমি ভিনিন কথা শুনছি। সুতরাং এ মাসযালার হুকুম কী? এতে কি আমার উপর কোনে কিছু আবশ্যক হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

রমযানরে কাযা রোযা পালন ওয়াজবি রোযা রাখার অন্তর্ভুক্ত; যবে রোযা কোনে শরয়ি ওজর ছাড়া বাতলি করা কারো জন্যে জায়যে নয়। অতএব, কোনে ব্যক্তি যদি কাযা রোযা পালন শুরু করে তার উপর আবশ্যক হল উক্ত রোযা সম্পূর্ণ করা। এই রোযা নফল রোযার মত নয়। নফল রোযা পালনকারী নজিহে নজিরে কর্তা; যখন ইচ্ছা তখন ভেঙে ফেলতে পারে, চাইলে নাও ভাঙতে পারে। দেখুন: 49985 নং প্রশ্নোত্তর।

উম্মে হানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি তাকে রোযাদার ছিলাম; কিন্তু রোযা ভেঙে ফেলেছি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন: আপনি কি কোনে কাযা রোযা পালন করছিলেন? উম্মে হানী (রাঃ) বললেন: না। তখন তিনি বললেন: যদি নফল রোযা হয় তাহলে কোনে ক্ষতি নাই।"[সুনানে আবু দাউদ (২৪৫৬), আলবানী হাদিসটিকে সহহি বলছেন] এ হাদিসটি প্রমাণ করে যে, যদি এটা ফরয রোযা হয় তাহলে তার ক্ষতি করবে। এখানে ক্ষতি দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- গুনাহ।

কিন্তু আপনাদেরে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যা ঘটছে সেটোর ব্যাপারে কথা হচ্ছে: কেবেল রমযান মাসরে দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাসের কারণে স্ত্রী-সহবাসের কাফফারা ওয়াজবি হয়; অন্যথায় নয়। অতএব, আপনার উপর এমন কিছু আবশ্যক হবে না। আপনার স্ত্রীর উপর উক্ত দিনেরে রোযাটিকাযা করা আবশ্যক হবে। তবে আল্লাহর কাছে তাওবা করতে হবে এবং এমন কর্মে পুনরায় লিপ্ত না হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প করতে হবে।

ইবনে রুশদ বলেন: "রমযানরে কাযা-রোযা ইচ্ছা করে ভেঙে ফেললেও কাফফারা ওয়াজবি হবে না। কোনে উক্ত কাযা রোযার ক্ষত্রে এমন পবিত্রতা নহে যা মূল সময়েরে (তথা রমযানরে) রয়েছে।"[বদীয়াতুল মুজতাহিদ (২/৮০)]



স্থায়ী কমিটির ফতোয়া সমগ্রতে (১০/৩৫২) এসছে: "কাফ্ফারা ওয়াজবি হয় এমন ব্যক্তির উপর য়ে ব্যক্তি রমযান মাসে সহবাস করছে— সময়ের পবিত্রতার কারণে। পক্ষান্তরে, আলমেগণরে বশিদ্ধ মতানুযায়ী কাযা রযোর ক্ষতেরে কাফ্ফারা ওয়াজবি হয় না।"